তাকে কার্পেটের তলায় লুকিয়ে রাখে। তাই গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান বিচার্য বিষয় হল মানুষের মৌলিক অধিকার সমূহ সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তোলা। কারণ ব্যক্তির মঙ্গল মানেই সমগ্র সমাজের মঙ্গল যা কোন দেশকে আরো শক্তিশালী করে তোলে।

সুতরাং একটি যথার্থ প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলবে এটা আমরা আশা করতে পারি। যেহেতু এই অধিকারগুলি হল মানুষের যথার্থ অধিকার যা অস্বীকার করা যায় না এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যা প্রতিটি নরনারীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মানবাধিকার নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের মিথষ্ক্রিয়া ও দ্বন্দ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়। ১৯৯৫ সালে বেজিং-এ অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের মহিলা সম্মেলনে হিলারি ক্লিন্টন যথার্থই আওয়াজ তুলেছিলেন—নারীর অধিকারও মানবাধিকার। সুতরাং জনসংখ্যার অর্ধাংশের জন্য যে অধিকার নিহিত আছে তার ব্যাঘাত ঘটলে প্রতিবাদ তোলা দরকার। অনুরূপভাবে সংখ্যালঘু, দলিত ও দরিদ্র ব্যক্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করার বিষয়টিও এই প্রসঙ্গে আলোচিত হওয়া দরকার। আবার শিশুদেরও অধিকার আছে—জোরগলায় একথা বলতে পারি কি? অথচ শিশুদের অধিকারকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ শিশুরাই বঞ্চনার শিকার হয় বেশী। যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষের মত মহা বিপর্যয়ে শিশুরাই সবচেয়ে বেশী ভুক্তভোগী। আবার কোন বিপর্যয় নয়, সাধারণ পরিস্থিতিতেও অপুষ্টি, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা বা কঠোর শ্রমের দৈনন্দিন শিকার শিশুরা। বয়স্কদের সৃষ্ট কোন সঙ্কটে শিশুরা অসহায় কারণ তারা লড়াই করে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে না। সারা পৃথিবী জুড়ে ১২ লক্ষাধিক শরণার্থীর প্রায় অর্ধেকই হল নির্দোষ-নিরীহ বালক বালিকা। এই প্রসঙ্গে শিশুশ্রম ও দাসত্বের প্রশ্নও ওঠে। যা কিনা দারিদ্র্য ও অনুন্নতির পথ বেয়ে এসে পড়ে। যদিও বিশ্বের সমস্ত শিশু এই দুর্ভাগ্যের বলি নয়। তথাপি রাষ্ট্র ও তার নাগরিকবৃন্দ আমাদের মৌলিক অধিকার সমূহের অন্যতম 'শিশুর অধিকার' রক্ষায় কিরূপ প্রচেষ্টা নিয়েছে এই সমস্যা তার উপর আলোকপাত করে। সর্বশেষ আদমসুমারির হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষে ৫-১৪ বছর বয়সী প্রায় সাড়ে এগোরো লক্ষাধিক শিশু শ্রমিক বর্তমান। অন্যদিকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মতে প্রায় ষাট লক্ষাধিক শিশু শ্রমিকের কাজ করে। যৎসামান্য বেতনে এই সব শিশুরা দীর্ঘ সময় কাজ করে যায় কারণ তাদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি নেই। চরম দারিদ্র্যের শিকার এইসব হতভাগ্যদের উদ্ধার করার জন্য কোন আইনই কার্যকর হয়নি। তার উপর রয়েছে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। শিশু শ্রমিক প্রথা চলে আসার চিরকালীন কারণই হল দারিদ্র্য। আবার শিশুশ্রম প্রথাও দারিদ্র্যের জন্ম দিতে পারে। এশীয় লেবার মনিটর এর তথ্যানুযায়ী ভারতবর্ষের মোট জাতীয় উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশের অবদান শিশু শ্রমিকদের অথচ তাদের আয় জাতীয় আয়ের এক পঞ্চমাংশেরও কম। কারণ স্বল্প পারিশ্রমিকে শিশুদের দিয়ে মালিকপক্ষ কাজ করিয়ে নেয়। ফলে প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকেরা বেকার হয়ে পড়ে। এইভাবে ভারতে বেকার সমস্যা চলতে থাকে এবং কলকারখানায় মুষ্টিমেয় শ্রেণীর জন্য সম্পদ উৎপাদনে শিশুরা দায়বদ্ধ থাকায় তারা নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে থাকে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলি শিশুদের সমস্যাকে কখনই গুরুত্ব দেয়নি। কারণ শিশুদের ভোটাধিকার নেই। আইন যদি সমাজে কার্যকর না হয় তবে সেই আইন মূল্যহীন। অথচ ১৯৭৬ সালের 'বণ্ডেড লেবার অ্যাবলিশন অ্যাক্ট' এবং ১৯৮৬ সালের 'চাইল্ড লেবার (প্রহিবিশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট' অনুযায়ী একজন শিশু শ্রমিককে কার্যে নিয়োগ করা আইনত দণ্ডনীয়। সুতরাং মানবাধিকার, ন্যায় বিচার ও শান্তির উপর ভিত্তি করে সুস্থ সামাজিক বাতাবরণ গড়ে তোলার তাগিদেই আইনসমূহ কার্যকর করতে আমাদের উদ্যোগী হওয়া উচিত।

মনে রাখতে হবে রাষ্ট্র কেবল শাসন পরিষদ ও আইন বিভাগ দ্বারাই নয়, বিচার ব্যবস্থার দ্বারাও পরিবেষ্টিত। ভারতের আদালতগুলি সাংবিধানিক এবং মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিতর্ক সমূহের মীমাংসায় সদা নিয়োজিত। মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা ক্রমবর্ধমান কারণ মানবাধিকার এর প্রাথমিক ভূমিকা সবলের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করার গুরুত্ব এখনও ফুরোয় নি। সমান আচরণ এবং সুযোগ সুবিধা সমাজের সব স্তরের মানুষের জন্য এই উপলব্ধি কেবল মাত্র ঘোষণার মাধ্যমেই শেষ নয়। সবল ও দুর্বলকে একাসনে বসানোর জন্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা প্রদান করাও প্রয়োজন। যদি দুর্বলের অধিকার নিশ্চিত না হয় এবং সবল অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে যায় মানবাধিকারের ধারণাটি প্রহসনে পর্যবসিত হবে। ক্ষমতা এখনও সমাজের সর্বস্তরে বিকেন্দ্রীকরণ হয় নি।

মানবাধিকারের ভবিষ্যৎ ধর্ম প্রবক্তাদের ভূমিকা হল এই শতাব্দীতে জাতি এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে মানবজাতির মধ্যে সমতা আনয়ন করা।

(প্রবন্ধটির রচয়িতা হলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বি.এ. তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী শ্রীমতি পিঙ্কি ভিনসেন্ট)

পুলিশের সুপারিশ না এলেও ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষা চাই—সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ

দেশের সর্বোচ্চ আদালত সম্প্রতি এক মামলার রায়ে জানিয়েছে সরকারি হাসপাতালে বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা যেন এবার থেকে ধর্ষনের ঘটনায় ধর্ষিতা মহিলাকে পরীক্ষা করতে পুলিশি নির্দেশের অপেক্ষা না করেন। প্রধান বিচারপতি এ. এস. আনন্দকে নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের ডিভিসন বেঞ্চ জানিয়েছে, চিকিৎসকদের এই ধরনের পদক্ষেপের কারণে শুধু যে ধর্ষিতা মহিলাকে পরীক্ষা করতে দেরী হয় তাই নয়, অনেকক্ষেত্রেই দীর্ঘ অপেক্ষার কারণে প্রমাণও লোপ পায়। গ্রামাঞ্চলে এই সমস্যা আরো প্রকট। কারণ সেখানে হাসপাতালের সংখ্যা কম। তার উপর ধর্ষনের ঘটনায় যতক্ষণ পুলিশি নির্দেশ না আসছে, ধর্ষিতার শারীরিক পরীক্ষায় সরকারি চিকিৎসকরা গা করেন না। দেরির ফলে ধর্ষণের প্রমাণ নিশ্চিহ্ন হয়। অপরাধীকে সনাক্ত করার কাজেও বিঘ্ন ঘটে।

সুপ্রীম কোর্ট রাজ্য সরকারগুলিকে সরকারি চিকিৎসকদের এই গাফিলতির ঘটনার হিসেব রাখার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে।

মানবাধিকার কমিশনের তিনজন নতুন সদস্য এবং নতুন সচিব

মানবাধিকার কমিশনে সম্প্রতি তিনজন নতুন সদস্য কার্যভার গ্রহণ করলেন। এঁরা হলেন অধ্যাপক (ডঃ) শ্রী অমিত সেন, বিচারপতি শ্রী ডি. পি. সরকার এবং মহঃ নিসার খান। অধ্যাপক (ডঃ) সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ফ্যাকাল্টির ডিন ছিলেন। গত ৯ই মে, ২০০০ কমিশনের সদস্যপদে যোগদান করেন। মাননীয় বিচারপতি শ্রী ডি. পি. সরকার ১৬ই মে, ২০০০ কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। মাননীয় মহঃ নিসার খান বিধান সভার সচিব পদে অবসর গ্রহণ করে ৩০শে জুন ২০০০ কমিশনে যোগদান করেন।

কমিশনের সচিব পদে যোগ দিলেন শ্রী নরেশ কুমার জুতষী, আই. এ. এস। তিনি ২০শে জুন, ২০০০ তারিখে কার্যভার গ্রহণ করেছেন। এর আগে তিনি বর্ধমান বিভাগের ডিভিশনাল কমিশনার ছিলেন। গত ৩১শে মে, ২০০০ প্রাক্তন সচিব শ্রী কমলাকর মিশ্র অবসর নেওয়ায় শ্রী জুতষী তার স্থলাভিষিক্ত হলেন।

অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি

ভুক্তভোগী বা তার পক্ষে কোন ব্যক্তি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে লিখিত দরখাস্ত কমিশনে দাখিল করতে পারে।

মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটনার তারিখ থেকে এক বৎসরের মধ্যে অভিযোগ দাখিল করতে হবে। অভিযোগ দাখিল করতে কোন ষ্ট্যাম্প, কোর্ট ফি বা খরচ লাগে না

পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন কার্য্যালয়

ভবানী ভবন (তৃতীয় তল)
৩০, বেলভিডিয়ার রোড, আলিপুর
কলিকাতা—৭০০ ০২৭
টেলিফোন নং ঃ ৪৭৯ ৭৭২৭/১৬২৯
ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-৪৭৯ ৯৬৩৩

সম্পাদক মণ্ডলী ঃ শ্রী মুকুলগোপাল মুখার্জী, অধ্যাপক (ডঃ) অমিত সেন, সদস্য, শ্রী শঙ্কর কোয়ারি, রেজিস্ট্রার।
পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের শ্রী রূপায়ণ দে, জনসংযোগ আধিকারিক কর্তৃক ভবানী ভবন থেকে প্রকাশিত ফ্রেণ্ডস্ পাবলিকেশন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ দ্বারা মুদ্রিত